R. N. No. 2582/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
১ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৭ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪০৯ সাল।
২২শে মে, ২০০২ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে পুরপতি জানালেন ঋণ করেও রঘুনাথগঞ্জে সারফেস ওয়াটার দেব, শুরু হতেই যা দেরী

বিশেষ সংবাদদাতা : 'বদনাম নেব না, প্রতিশ্রুতি মতো রঘুনাথগঞ্জে সারফেস ওয়াটার দেবই, প্রয়োজনে ঋণ করেও'—এক সাক্ষাতকারে কথাগুলো অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বললেন জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের বহু প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করবার আগেই কি বিরোধী রাজনৈতিক দল, কি আমাদের শরিক দল—সবাই আমার বিরূপ সমালোচনা শুরু করেছে। সেতু তৈরী করেও সে বদনাম আমার ঘোচেনি। রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর নিয়ে বৈষম্যের কথা আজও উঠছে। তাই আমি রঘুনাথগঞ্জে ভাগীরথীর পরিস্রুত জল সরবরাহ করে আবার আমাদের দলের প্রতিশ্রুতি পালন করবো। তবে হ্যাঁ, কখন পারবো এখনই বলতে পারছি না। শুরু হতেই যা দেরী হচ্ছে, শুরু হলে কিছুদিনের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।' মৃগাঙ্কবাবু জানান, গত ৬ মে বহরমপুরে আবাসন ও জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গৌতম দেবের সঙ্গে তাঁর রঘুনাথগঞ্জে পরিস্রুত জল প্রকল্প চালুর ব্যাপারে একান্তে আলোচনা হয়েছে। সেখানে মন্ত্রী জনস্বাস্থ্য দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনীয়ারদের (৩য় পৃষ্ঠায়)

বিড়ি মজদুর ও প্যাকার্স ইউনিয়নের বিশাল সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১২ মে বিকেলে ধুলিয়ান সার্কাস ময়দানে সিটুর নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি মজদুর ও প্যাকার্স ইউনিয়নের এক বিশাল সমাবেশ হয়। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য শ্রমমন্ত্রী মহঃ আমিন, মুর্শিদাবাদ জেলার চেয়ারম্যান মধু বাগ, সিটু নেতা তুষার দে ও চিত্তরঞ্জন সরকার, জঙ্গীপুর লোকসভার সাংসদ আবুল হাসনাৎ খাঁন, খুরসেদ আলি, নিজামুদ্দিন প্রমুখ। এই সমাবেশে জেলার চেয়ারম্যান মধু বাগ, তুষার দে, চিত্তরঞ্জন সরকার তাঁদের বক্তব্যে বলেন, সারা ভারতবর্ষে ৮০ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলাতেই ৫ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক বর্তমান। বর্তমানে বিড়ি মালিকরা শ্রমিকদের যথেচ্ছভাবে শোষণ করে চলেছে। তাদেরকে ন্যায্য মজুরী থেকেও বঞ্চিত করছে। তাঁরা বলেন, পশ্চিমবঙ্গের আইনমাফিক স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে তাদের ন্যায্য মজুরী দিতে হবে। পি, এফসহ বিড়ি শ্রমিকদের বোনাস দিতে হবে। বিড়ি শ্রমিকদের স্বার্থে জঙ্গীপুর মহকুমায় পি, এফ অফিস খোলার কথাও তারা বলেন। পরে বিড়ি শ্রমিকদের ১০ দফা দাবীর স্মারকপত্র শ্রমমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। সবশেষে শ্রমমন্ত্রী মহঃ আমিন তাঁর বক্তব্যে জানান, (শেষ পৃষ্ঠায়)

বুকলিষ্টে নতুন নতুন বই সংযোজনের বিরুদ্ধে কিছু শিক্ষকের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহকুমার বেশ কিছু হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক এ, আই এর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ এনেছেন। তাঁরা জানান, স্কুলের প্রভাবশালী কিছু অসাধু শিক্ষকের সাথে বই ব্যবসায়ীদের টাকার যোগসাজসে প্রত্যেকবারই বুকলিষ্টে নিম্নমানের নতুন নতুন বই সংযোজন করা হচ্ছে। নতুন বই সংযোজনের আগে সেই (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুলিশী তৎপরতায় পেতলের নাড়ুগোপাল মূর্তি উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদের নবাগত পুলিশ সুপারের নির্দেশে গত ১১ মে হঠাৎ জঙ্গিপুর মহকুমার পাঁচটি থানায় তল্লাসী চালানো হয়। এই তল্লাসীতে মহকুমা থেকে ১১৬ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে ৪৪ জন ওয়ারেন্ট আসামী। সামসেরগঞ্জ থানা এলাকা থেকে পাকুড়ের মুরসেলীম সেখকে গ্রেপ্তার করে তার কাছ থেকে একটি পাইপগান ও কিছু কার্তুজ উদ্ধার করে। একই থানার নতুন মালঞ্চার জীবন দাসের বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে একটি পেতলের নাড়ুগোপাল মূর্তির সন্ধান পায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন
(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া
সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

জঙ্গিপুর সংবাদের উননব্বই বর্ষে প্রবেশ

আমাদের ক্ষুদ্র সংবাদপত্র অষ্টআশি পূর্ণ করিয়া দাদাঠাকুরের মহান ঐতিহ্যকে অবিচল রাখিয়া উননব্বই বর্ষে পদার্পণ করিল। দীর্ঘ পদচারণায় তাহার পদযুগল কন্টকাঘাতে জীর্ণ হইলেও গতি স্তব্ধ হয় নাই। তাই নববর্ষের প্রবেশে গ্রাহক, পাঠক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা সকলকেই অভিনন্দন জানাইয়া তাঁহাদের সহযোগতা ও শুভেচ্ছা কামনা করিতেছি।

একটি সংবাদপত্র পরিচালনা যে কত বিড়ম্বনা তাহা প্রতিষ্ঠাতা দাদাঠাকুর স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া ষোড়শ বর্ষ প্রবেশের ক্ষণে ১৩৩৬ সনে যে নিবন্ধটি লিখিয়াছিলেন তাহার অংশবিশেষ প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। দাদাঠাকুর লিখিয়াছেন—"আজকাল সংবাদপত্র প্রকাশ যে কিরূপ বিড়ম্বনাদায়ক তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। সাধারণেরও ইহা উপলব্ধি করা খুব কঠিন নয়। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলায় প্রতি বৎসর কত নূতন নূতন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে আর অল্পদিন পরেই শুকিয়ে যাচ্ছে। কাগজের দোকানদার বা ছাপাখানার অক্ষর বা কালি বিক্রেতারা তাদের ফার্মের সামনে দিয়ে ছাতা আড়াল দিয়ে লোক যেতে দেখলেই মনে করেন নিশ্চয়ই এ লোকটা কোন দেউলিয়া সংবাদপত্র পরিচালক। অমনি তার পিছনে চাকর লেলিয়ে দিয়ে বলেন—দেখতো অমুক কাগজের অমুক কিনা? ইহাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে এই সংবাদপত্রের ব্যবসাটি কেমন লাভজনক। কাগজ বাহির করবার পূর্বেই কাগজের প্রধান রসদ-জোগানদার বিজ্ঞাপনদাতাদের করুণা ভিক্ষা করতে হয়। যেমন করে হোক কাগজ চালাতেই হবে। যখন ভবিষ্যৎ ভেবে মাথা গরম হয়ে উঠে তখন 'জবাকুসুম' 'কেশরঞ্জন' রেডক্রস' এর ভরসায় সেটা ঠান্ডা করি—'সুরবল্লী' দিয়ে তাগদ আনি। বিধি বাম হয়েছে বলে 'হিলিং বাম' 'ইলেকট্রিক সলিউসন' 'আতঙ্ক নিগ্রহের' ভরসায় আতঙ্ক দূর করি। চোখে যখন সর্ষপ পুষ্প দেখি তখন 'পদ্ম মধু'র দিকে চাই।"

আমরা দাদাঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কাগজ চালাইয়া যাইতেছি। আমাদের অসংখ্য পাঠক, গুণগ্রাহীদের শুভেচ্ছা চাহিতে আমাদের কোন দ্বিধা নাই, কিন্তু কাহার চোখ রাঙনিতে ভিত হইয়া তাহার পদলেহন করাও আমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। আমাদের চলার পথ ঋজু, কিন্তু মসৃণ নহে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আমরাও যেন দাদাঠাকুর নির্দেশিত পথেই চলিতে পারি।

চিঠি-পত্র

কাউনসিলারদের প্রতি পত্র প্রসঙ্গে

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ভূতের মুখে হরিনাম

(১)

নাম ঠিকানা গোপন করে কোন্ এক ভূত বা অতীত বা বাতিল কাউন্সিলার ও তাঁর সঙ্গী আমার উদ্দেশে ভুতুড়ে চিঠি লিখে ভয় দেখাতে চেয়েছেন। সৎসাহস দেখিয়ে পরিচয় প্রকাশ করে আপনি এগিয়ে আসুন রঘুনাথগঞ্জবাসীর সামনে, তখন সব কথার আপনার জবাব দেব। আমাদের দাবি (১) রঘুনাথগঞ্জে পুরনাগরিকদের সাত বছরের বঞ্চনার অবসান করে পরিশুদ্ধ পানীয় জল দিতে হবে, (২) মোটর-চরাদের অসুবিধা নেই, কিন্তু পায়ে চলা আমজনতার দুর্ভোগ ও ঝুঁকি ঘোচাতে আরও একটা সেতুসিঁড়ি চাই, (৩) আমরা এডুকেশন সেস দিয়ে আসছি দীর্ঘদিন। তাই এপারে দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অবিলম্বে চাই, (৪) অপেয় জল তুলে যে অর্থ ও জলসম্পদ অপচয় করছেন তা বন্ধ করতে হবে। বর্তমান পুর প্রতিনিধিগণ বলুন এই দাবিগুলি কি অন্যায্য? যদি ন্যায্য হয় তবে নীরব কেন? কাদের স্বার্থে পুরসভা?

বিনীত নিবেদক—
১০/৫/০২ হরিলাল দাস
প্রবীণ নাগরিক
রঘুনাথগঞ্জ

(২)

নাগরিক হিসেবে প্রাসঙ্গিক দাবী

কাউনসিলরদের প্রতি হরিলাল দাসের পত্র প্রসঙ্গে জবাবী চিঠি "জঙ্গিপুর সংবাদে পরিবেশিত ২৪ বৈশাখ, ১৪০৯" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে পুরবাসী হিসাবে আমাদের কিছু প্রশ্ন ও দাবী রাখলাম। পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের দাবী অর্থাৎ যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে তা পানের অযোগ্য। সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল কি বলেছিলেন রঘুনাথগঞ্জে পরিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা হবে না? এই মর্মেই হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন কি? প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করি ডাঃ ফাত্তাহর বাড়ির পেছনের জায়গাটা কি কারণে এবং কেন কেনা হয়েছিল? এই মর্মে পৌরসভার পক্ষ থেকে উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে কি কি প্রতিশ্রুতি তখন পুরপতি দিয়েছিলেন? ভারতবর্ষের সর্বত্রই পরিস্রুত জল সরবরাহ করা হয়। "রঘুনাথগঞ্জ-এর জল পরিস্রুত" —এই মর্মে বিশেষজ্ঞের ডিক্লিয়ারেশন সার্টিফিকেট এতদিন দেওয়া হয়নি কেন? জঙ্গিপুরের মতো রঘুনাথগঞ্জেও সেতুতে দুটি সিঁড়ির দাবী করার সঙ্গে দুপারের মানুষের মেলবন্ধন প্রসঙ্গটি ঠিক হজম করতে পারলাম না। নামহীন সেতু রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কি ধরনের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে বুঝতে পারলাম না। আমাদের মতে রঘুনাথগঞ্জে পৌরসভার কর্মকান্ডগুলি হলো সুপার ফ্লপ সুপার মার্কেট, বাসষ্ট্যান্ডের নামে বাণিজ্যিক কেন্দ্র, রবীন্দ্রভবন সংস্কারের নামে ধাপ্পা, মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে শিশু উদ্যান প্রকল্পটিও আর একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ্পা, মুক্ত মঞ্চের নামে জনসভা মঞ্চ নির্মাণ। এছাড়া দমকল অফিস, স্টেটবাস টার্মিনাস, পশুচিকিৎসালয় না হওয়া এবং রঘুনাথগঞ্জ পারে গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ না হওয়া রঘুনাথগঞ্জ-বাসীকে ভাঁওতা দেওয়া ছাড়া আর কি?

ইতি—
অশোক সাহা, এ্যাডভোকেট
এবং
সুরেশ চক্রবর্তী
রঘুনাথগঞ্জ

(৩)

তৃষ্ণায় জল

রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুরের সহোদর ভগিনী। দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি নয়। তবু এক পারে জলের ঢল পানীয় জল। অন্য পারে পানীয় জলকোথায়? লোকে ওপার থেকে খাবার জন্য জল ধরে আনে। কিনে নেয়। এ বৈষম্য কতকাল চলবে। সেতু হলেই সব হবে। কিন্তু কোথায় পানীয় জল!

ইতি—
বিনতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুনাথগঞ্জ

এ প্রসঙ্গে আর কোন চিঠি প্রকাশ করা হবে না—সম্পাদক

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সব রকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬৬২২৮

ধুয়ে গেল শীতলাতলার মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৪ মে বৈশাখের শেষ মঙ্গলবার প্রতি বছরের মত রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুরের বাছুরাইল গ্রামে ঐতিহ্যপূর্ণ শীতলাতলার মেলা প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে শুরু হয়েছিল। আগের শনিবার থেকে অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তনের সেদিন ছিল সমাপ্তি; যাকে স্থানীয় ভাষায় বলে, 'ধুলোট'। দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী জমা হতে শুরু করেছিলেন উন্মুক্ত মেলা প্রাঙ্গণে। বসেছিল জমজমাট মেলা। পসরা সাজিয়ে বিক্রিবাটা শুরু করেছিলেন বহিরাগত ব্যাপারিরা। সংকীর্তনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নিয়ে আসর মাতাতে আসছিলেন বিভিন্ন গ্রাম থেকে উৎসাহী ভক্তবৃন্দ। হঠাৎ দুপুর একটা নাগাদ আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। আধঘন্টার মধ্যে মেলা প্রাঙ্গণের ওপর আছড়ে পড়ল তুমুল ঝড়। দুপুর দেড়টা থেকে শুরু হল অঝোর বৃষ্টি। টানা দুঘন্টা। তারপরেও ঝিরঝির, সন্ধে পর্যন্ত। কাকভেজা পুণ্যার্থীদের অধিকাংশই রাতের জমজমাট মেলা এবং নরনারায়ণ সেবার প্রত্যাশা না রেখেই ফিরতে শুরু করলেন ঘরের মুখে। মেলা ধুয়ে গেল। সারা বছর ধরে এই শুভদিনটার দিকে চেয়ে থাকা ভক্তবৃন্দ হতাশ হলেন।

বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের নবম জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১১-১২ মে বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের মুর্শিদাবাদ জেলা নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রঘুনাথগঞ্জে। ১১ মে সম্মেলনের প্রকাশ্য জনসভা হয় স্থানীয় সদরঘাটের দাদাঠাকুর মঞ্চে। সভায় বোলপুরের বিধায়ক তপন হোড়, স্থানীয় বিধায়ক আবুল হাসনাত, প্রদীপ নন্দী ছাড়াও স্থানীয় ও জেলা নেতারা হাজির ছিলেন। প্রত্যেক বক্তাই কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতিকে ভ্রান্ত বলে সভার তার ব্যাখ্যা করেন। আজকের অবক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থায় নেতারা যুব সমাজকে অপসংস্কৃতির পথে পা না বাড়িয়ে কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান জানান। লোক সমাগমের অপ্রতুলতায় সভায় বক্তব্যের চড়া সুর থাকলেও শ্রোতাদের কোন একাগ্রতা ছিল না।

হারিয়ে গেছে

গত ১৯ মে রঘুনাথগঞ্জ যাবার পথে আমাদের মোটর সাইকেলের ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ যাবতীয় কাগজপত্র হারিয়ে গেছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে নীচের ঠিকানায় জমা দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তম বাঘিড়া, লক্ষ্মীনারায়ণ বাঘিড়া
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ)

মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ প্রয়োজন

* গ্র্যাজুয়েট এবং অতিরিক্ত যোগ্যতা থাকলে ভাল।
* H. S. Pass ব্যক্তিগণ আবেদন করতে পারেন।
* নিজের বায়োডাটা নিয়ে যোগাযোগ করুন। শুক্রবার বেলা ১০টা।

* স্থান—গণিনাথ অটো (বাজাজ শো রুম)
পাকুড় রোড, নতুন ডাকবাংলো
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ফোন : ০৩৪৮৫-৬৫২২০/৬৫০২০ (বাড়ি)

শুরু হতে যা দেরী (১ম পৃষ্ঠার পর)

এ ব্যাপারে স্কীম তৈরীর নির্দেশ দেন। মন্ত্রী পুরপতি ও ইঞ্জিনীয়ারদের বলেন, জঙ্গিপুরের চালু জল প্রকল্পকে মোডিফায়েড করুন, এলাকা পর্যবেক্ষণ করুন, ব্রীজের ওপর দিয়েই হোক বা জঙ্গিপুরে রিজারভারের ক্যাপাসিটি বাড়িয়েই হোক— যে কোন ভাবে রঘুনাথগঞ্জে পরিস্রুত জল প্রকল্প চালু করুন। দু'পারেই প্রতিশ্রুতি মতো একই জল দিন। তবে মন্ত্রী প্রকল্প তৈরীর আগে রাজ্য সরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতারও কথা উপস্থিত সকলকেই মাথায় রাখতে বলেন। কারণ, সরকার মুর্শিদাবাদের আর্সেনিক কবলিত গ্রামগুলিতে আর্সেনিকমুক্ত জল খাওয়াতে বদ্ধপরিকর। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, প্রয়োজনে সরকার গ্রামে টিউবওয়েলগুলি বন্ধ করে প্রতি গ্রামে একটি বড় মাপের হ্যান্ড পাম্প তৈরী করে তাতে আর্সেনিকমুক্ত জল চালু করার পরিকল্পনা নিচ্ছে। সেখানেও সরকারকে টাকার যোগান দিতে হবে। এ ব্যাপারে মন্ত্রীকে পুরপতি বুঝিয়েছেন, রাজ্য সরকার যা দেবে তারপর জঙ্গিপুর পুরসভা জীবন বীমার কাছে ঋণ নিয়ে জল প্রকল্পের কাজে হাত দেবে। ঐ দিন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের কনফারেন্স রুমে মন্ত্রীর সঙ্গে জেলার সব পুরসভার পুরপতিরা ছাড়াও বৈঠকে পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর চীফ ইঞ্জিনীয়ারসহ বিভাগীয় সব পদস্থ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। রঘুনাথগঞ্জে জল প্রকল্পের ব্যাপারে মৃগাঙ্কবাবু বলেন, 'জঙ্গিপুরে যে ট্যাঙ্ক আছে তা একবার ভরলেই সম্পূর্ণ এলাকায় জল সরবরাহ করেও উদ্বৃত্ত হয়। জঙ্গিপুরে বাড়ীতে জলের সংযোগও দেওয়া শুরু হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জে জল প্রকল্পের ব্যাপারে প্রধান অন্তরায় ইলেকট্রিফিকেশনের। অন্যান্য কাজে তেমন কোন সময় লাগবে না। আর আমরা জানি রঘুনাথগঞ্জে জল চালু হলে আশি শতাংশ বাড়ীই নয়, সমস্ত সরকারী দপ্তরে জল সরবরাহ করতে হবে। তাই জঙ্গিপুরে রিজারভার যেটা একবার ভরলেই কাজ হয়, রঘুনাথগঞ্জের ক্ষেত্রে সেটা দিনে অন্ততঃ তিনবার ভরতে হবে। অন্যদিকে বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জে চালু থাকা ডিপের জল রঘুনাথগঞ্জের মানুষ ব্যবহার না করায় হতাশা প্রকাশ করেন পুরপতি। তিনি বলেন, রঘুনাথগঞ্জের ঘরে ঘরে যে টিউবওয়েলের জল মানুষ খাচ্ছে তার তুলনায় আমাদের সরবরাহ করা জল অনেক ভাল। আর সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তো ডিপের জলই খাচ্ছে। তবে রঘুনাথগঞ্জে যে জল সরবরাহ করা হয় তা সরাসরি পাইপ লাইনে এখন আমরা সরবরাহ করছি। এরপর জলকে ট্রিটমেন্ট করে ট্যাঙ্কে তুলে যখন সরবরাহ করবো তখন এই জল সম্বন্ধে পুরবাসীর অমূলক ভীতি দূর করতে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবো, প্রয়োজনে কনভেনশন ডাকবো। মানুষকে বোঝাবো যতদিন গঙ্গার সারফেস ওয়াটার না পাচ্ছেন ততদিন এ জল নির্ভয়ে ব্যবহার করুন। নদীর সারফেস ওয়াটার রাজ্যে মাত্র দু' তিনটি পুরসভা ছাড়া আর কোথাও নেই। মৃগাঙ্কবাবু এ প্রসঙ্গে আরও জানান, এক সময় শহর লাগোয়া রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের কোন জায়গায় জঙ্গিপুরের মতো আরও একটা পরিস্রুত গঙ্গার সারফেস ওয়াটার প্ল্যান্ট তৈরী করা নিয়ে আলোচনা চলছিল। যেহেতু সরকার একই পুরসভার মধ্যে দুটি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বাস্তবিকভাবেই মঞ্জুর করবে না। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জ থেকে মিঞাপুর হয়ে উমরপুর, মঙ্গলজন এলাকা দিনের পর দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে ঐ ধরনের প্রকল্পের চিন্তা বাদ দিতে হয়েছে। কারণ একটা ট্যাঙ্ক থেকে বিশাল এলাকায় সারফেস ওয়াটার সাপ্লাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

অবৈধ প্রেমে বাধা দিতে গিয়ে স্বামী খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সামসেরগঞ্জ থানার অদ্বৈতনগর গ্রামের কোয়াক ডাক্তার মহম্মদুল সেখ গত ১৮ মে গভীর রাতে তাঁর কম্পাউন্ডার ওসমান সেখের হাতে খুন হন। জানা যায় মহম্মদুলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী রসনারা বিবির সাথে ওসমানের একটা অবৈধ সম্পর্ক ছিল। ঘটনার দিন রাত ১১-৩০টা নাগাদ রসনারাকে নিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার সময় ডাক্তারের হাতে কম্পাউন্ডার ধরা পড়ে যায়। ডাক্তারের চিৎকারে আশপাশের লোকজন আসার আগেই ওসমান মহম্মদুলের পেটে কাঁচি ঢুকিয়ে দেয়। রক্তাক্ত মহম্মদুল ঘটনাস্থলে মারা যান। গ্রামের লোকজন ডাক্তারের স্ত্রী ও কম্পাউন্ডারকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

সমাধিস্থ মৃতদেহ তিনদিন পর পুলিশ দিয়ে তোলা নিয়ে গ্রামবাসীদের কৌতূহল বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির বালিয়া গ্রামের নীলু দাস এক সময় উত্তর ভারতে চলে গিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর পর গেরুয়া বসনে আবার গ্রামে ফিরে আসেন। গ্রামের মানুষের কাছে নিজেকে রামানন্দ স্বামী নামে পরিচিত করেন। পরে গ্রামের মীনা দাসের সহযোগিতায় ওখানে 'রামানন্দ আশ্রম' নামে এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খোলেন। গত ৬ মে রামানন্দ দেহরক্ষা করলে মীনা দাসের তত্ত্বাবধানে তাঁকে আশ্রমে সমাধিস্থ করা হয়। তিনদিন পর ৯ মে হঠাৎ মীনা দাসের নির্দেশ মতো পুলিশ সমাধিস্থ গলা পচা মৃতদেহ তুলে নিয়ে যায়। এর পিছনে কি রহস্য আছে এই নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে কৌতূহল বাড়ছে।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিখ্যাত চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শুভেন্দু দাস

এম, বি, বি, এস (কলিঃ), এম, এস (কলিঃ)

প্রত্যহ সকালে ও বিকালে রঘুনাথগঞ্জ ব্যারেজ কলোনীতে রোগী দেখছেন। ছানির মাইক্রোসার্জারী ও লেন্স প্রতিস্থাপনের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন নং (০৩৪৮৩) ৬৭৭২৫

সিটু ইউনিয়নের বিশাল সমাবেশ (১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি নিজেও একজন বিড়ি শ্রমিক ছিলেন। তাই বিড়ি শ্রমিকদের সমস্ত দাবী তিনি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের লেখাপড়া শিখে আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানান। সমস্ত দাবীর সুব্যবস্থার আশ্বাস দেন। এ দিনের সমাবেশে প্রায় ১০ হাজার লোকের উপস্থিতি ছিল।

কিছু শিক্ষকের অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিষয়ের শিক্ষক বা এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মতামতের কোন প্রয়োজনই মনে করছে না এরা এবং বুকলিষ্টে বই-এর দোকানের নাম ঠিকানাও উল্লেখ করা থাকছে। এ, আই অফ স্কুলস বিদ্যালয় পরিদর্শনে এলেও এ দিকটা পুরোপুরি উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। ডি, আই অফ স্কুলস (মাধ্যমিক) এ ব্যাপারে কিছু করুন—এই অনুরোধ ভুক্তভোগী অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের।

পিতলের নাড়ুগোপাল মূর্তি উদ্ধার (১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ। সাগরদীঘি ও নবগ্রাম পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় মোরগ্রাম জাতীয় সড়কের ধার থেকে একটি গ্যাংকে গ্রেপ্তার করে। ওরা ট্রেন বা বাসে ডাকাতির উদ্দেশ্যে ওখানে সমবেত হয়েছিল। ওদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের বাড়ী সাগরদীঘির সেখদীঘিতে বলে জানা যায়।

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০

প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া